Study Material

Semester -4 (History Honours)

Dr. Juthika Barma

CC-9: History of India (c 1526-1605)

V.Rural Society and Economy

মুঘল আমলে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যপথ ও বাণিজ্যের প্রকৃতি:

Trade route and pattern of Commerce during the Mughal period.

মুঘল আমলে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত সময়, ভারতে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যপথ ও বাণিজ্যের বিকাশ নানাবিধ কারণে সম্ভব হয়েছিল। রাজনৈতিক স্থিরতা ও সুশৃংখল শাসনব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, মুদ্রা ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক পণ্যের উন্নতি, মুঘল ভারতের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। তৎকালীন ভারতের মুঘল দরবারের লিপিবদ্ধ ঐতিহাসিক উপাদান বিশেষ করে আবুল ফজলের রচনা (আকবর নামা ও আইন ও আকবরী), জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী(তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি) ও তার পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের সম্পর্কে রচিত গ্রন্থ, কয়েক জন ইউরোপীয় বণিক ও পর্যটক(Ralf Fitch, Stephen Cacilla) দের রচনা ও মুঘল মুদ্রা থেকে আমরা ও সপ্তদশ শতকের ভারতের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি যা নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

অর্থনৈতিক তথা বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক বিষয় হল রাজনৈতিক সুস্থিরতা ও উন্নত শাসন ব্যবস্থা যা মুঘল আমলের অন্যতম ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ছিল। বিশেষ করে সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) শাসনকালে ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা মুঘলরা যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে সুশাসিত ছিল।.মূলত শাসনতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে, এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতি সাধন করেছিলেন মুঘল সম্রাটগন। শেরশাহ দ্বারা নির্মিত বিখ্যাত সড়ক-ই-আজম (Grant Tank Road) নামের রাজপথটিকে মুঘল সম্রাটগণ দারুন ভাবে ব্যবহার ও মেরামত করেছিলেন। দিল্লি থেকে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার হয়ে বাংলার সোনারগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাজপথটি তৎকালীন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শাসনন্তান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিল। মোগল সম্রাটগণ

উত্তর ও পশ্চিম ভারতের প্রধান শহরগুলোকে প্রশস্ত রাজপথ এর দ্বারা যুক্ত করেছিলেন। আগ্রা থেকে দক্ষিন্যাত্যের বুরহানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথ নির্মাণের দ্বারা উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। মুঘল সম্রাটগণ আকবরের আমলে থেকেই এই সমস্ত রাজপথের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্থানীয় ফৌজদার ও কোতয়ালদের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। এদের সহায়তায় বণিকগণ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সহজেই যাতায়াত করতে পারতেন।

মুঘল আমলের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যিক উন্নতির আরকটি সহায়ক বৈশিষ্ট্য ছিল সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বৃদ্ধি ও রাজদরবারের তাদের ব্যাপক ব্যবহার। বাংলা ও কাশ্মীর অঞ্চলের উন্নত মানের বস্ত্র ও পোশাকের চাহিদা বাড়িয়েছিল যার জন্য আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সমৃদ্ধি ঘটেছিল। মুঘলদের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লি, আগ্রা, ঢাকা, রাজমহল, পাটনা, টাণ্ডা ইত্যাদি কেন্দ্র ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্য দ্রব্যের উৎকৃষ্ট বাজারের পরিণত হয়।

মুঘল আমলে প্রচলিত, আমির ও অভিজাতদের মৃত্যুর পর তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণ নীতিও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। এই নীতি কার্যকরী থাকায় কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সম্পত্তি বা অর্থসঞ্চয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। অর্থাৎ বাজারে প্রভূত পরিমাণে অর্থের জোগান ছিল যা অভ্যন্তরীন বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। মুঘল আমলে স্থলপথের মত জলপথেও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য সম্পাদিত হত। বেনারস থেকে ঢাকা পর্যন্ত গঙ্গা নদীকে মাধ্যম করে বাণিজ্যিক আদানপ্রদান চলত, ফলে বাণিজ্যিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত হত।

অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য বিস্তারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সহায়ক কারণ ছিল মুঘল দ্বারা প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থা বিভিন্ন টাকশালে সোনা, রুপা ও তামা দিয়ে মুদ্রা তাদের বিশাল সাম্রাজ্যে প্রামাণ্য মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত ছিল, তাছাড়া সাধারন আদান প্রদানের জন্য করির প্রচলিত ছিল।

অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল ব্যবসায়ী শ্রেণীরও বিকাশ ঘটেছিল এই সময়। পরিবার বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী শ্রেণীর আঞ্চলিক প্রকারভেদ স্পষ্টভাবে ফূটে উঠেছিল এসময়। দক্ষিণ ভারতের করমন্ডল উপকূলে ব্যবসায়ীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া এখানে কমাটি ও মুঘল বণিকদের ও প্রাধান্য ছিল। সুরাটে গুজরাটি মুসলমান বণিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলা ও বিহারে জাতিভিত্তিক হিন্দু বণিকদের প্রাধান্য তখনো পর্যন্ত প্রতিষ্টিত ছিল। তবে উত্তর ভারতের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের এইসময় থেকে মাড়োয়ারি বনিক (বানিয়া) শ্রেণীর বিকাশ শুরু হয়। এরা ব্যবসাবাণিজ্যের পাশাপাশি মহাজনী কারবার এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

Shireen Moosvi র মতে "They cintroled practically the hole inland trade and credit system. The Baniyas had in each locality a shop where they engaged in both selling and buinying from peasents and artisons and served as the universal usurers.

উপরিক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে মুঘল আমলে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যপথ গুলোর নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। পাশাপাশি শাসনতান্ত্রিক, ধর্মীয় বা অবস্থানগত কারণে নগরের বিকাশ গ্রামীণ অর্থনীতি, কুটির শিল্প ও কারিগর শ্রেণিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অঙ্গে পরিণত করেছিল। অর্থের যোগান ও বণিকশ্রেণীর বদ্ধঅর্থনীতির পরিবর্তে মুক্তঅর্থনীতির জন্ম দিয়েছিল মুঘল আমলে।

সুরাটের গুরুত্বঃ

মুঘল আমলে মুঘল অর্থনীতিতে গুজরাটের গুরত্ব ছিল অপরিসীম। গুজরাট সুবার সুরাট ছিল এখানকার প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। সুরাট থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের সঙ্গে মুঘলদের বৈদেশিক বানিজ্য সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুঘল আমলে সুরাটের বানিজ্য বন্দর থেকে প্রায় ১৮% শুল্ক আদায় হতো বলে Shireen Moosvi মন্তব্য করেছেন। সুরাটের ফুরজা (custome house) সাইর (trade taxes), খুস্কিমান্ডি (Land transit Checkpost), দারুল গারব(Mint), নমক্সার (Salt Pan) ঘাল্লা মান্ডি (Grain House), মারাম্মাতি জাহাজাত (Ship building and Reparing) ফুরজা-ই ব্রোচ (Customhouse of Broach) , ইত্যাদির প্রধান্যের কথা পারসীক ও ইউরোপীয় উপাদানে বারবার উল্লিখিত হয়েছে।